যুগান্তর

তারিখ 3 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

মেডিকেল ও ডেন্টালে পড়ার প্রতি আগ্রহ কমছে শিক্ষার্থীদের

যুগান্তর রিপোর্ট

ডাক্তারি পেশার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ কমছে। এক দশক আগেও ডাক্তারি পেশায় পড়াশোনার প্রতি বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর ব্যাপক আগ্রহ ও কদর থাকলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাতে অনেকটা ভাটা পড়তে শুরু করেছে। পাঁচ বছরের এমবিবিএস কোর্স, এক বছরের ইন্টার্নি, দুই বছরের উপজেলায় চাকরির বাধ্যবাধকতা ও পরে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ৫ বছরের পড়াশোনায় ১২-১৪ বছর সময় লাগায় অনেকেই এখন ডাক্তারি পড়াশুনার বিকল্প বিষয় খুঁজছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষার্থীদের অনেকেই ইনফরমেশন টেকনোলজিসহ অন্যান্য বিষয়ে পড়াশুনার প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। এ কারণে কোটি কোটি টাকা লগ্নিকারী মেডিকেল কলেজের মালিকরা বিশেষত বেসরকারি উদ্যোক্তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন। নির্ভরযোগ্য একাধিক সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সূত্র জানায়, বর্তমানে দেশে সরকারি পর্যায়ে ২৩টি মেডিকেল, ৯টি ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিট, বেসরকারি পর্যায়ে ৫৪টি মেডিকেল ও ১৪টি ডেন্টাল কলেজ পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি মেডিকেলে ৩ হাজার ১০টি, ডেন্টালে ৫৭৮টি, বেসরকারি মেডিকেলে ৪ হাজার ২৭৫টি ও ডেন্টাল কলেজে ৮৫০ আসন রয়েছে।

চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপকালে জানা গেছে, নামমাত্র খরচে পড়াশুনার সুযোগ থাকায় এখনও সরকারি মেডিকেল কলেজে পড়াশুনার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ আগের মতোই আছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা দিনকে দিন বৃদ্ধি পেলেও সাধারণ অর্থবিত্তহীন মেধাবী শিক্ষার্থীরা অর্থাভাবে সেখানে ভর্তি হতে পারে না। বর্তমানে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে সর্বনিম্ন ১০ লাখ থেকে সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা খরচ হয়ে থাকে। বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএমসিএ) সভাপতি প্রফেসর ডা. মোয়াজ্জেম হোসেন, যুগান্তরকে বলেন, বিগত ২-৩ বছর ধরে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের অধিকাংশই নির্ধারিত আসনে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী খুঁজে পাচ্ছে না। একদিকে আর্থিক টানাপোড়েন অপরদিকে চিকিৎসক হওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় পড়াশুনায় জড়িত থাকতে হয়— এ কারণে শিক্ষার্থীরা এখন শর্টকাটে শিক্ষাজীবন শেষ করে অর্থ উপার্জনের পথে হাঁটছে।

অধিকাংশ বেসরকারি কলেজে শূন্য থাকছে আসন

চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি হওয়ার পর পাস করতে ৫ বছর সময় লাগে। এর পর এক বছর ইন্টার্নি করে চিকিৎসক হওয়ার পর সরকারি চাকরিতে বাধ্যতামূলকভাবে উপজেলায় দুই বছরের চাকরির শর্ত ও পরে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এফসিপিএস, এমসিপিএস, এমডি ও এমকোর্সে ভর্তি হয়ে পাস করতে ৫-৭ বছর লেগে যায়। একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হওয়ার জন্য একজন শিক্ষার্থীর ১৪-১৫ বছর সময় লেগে যায়। এ কারণে অভিভাবকরা এখন আর আগের মতো সন্তানদের মেডিকেল কলেজে পড়াশুনা করাতে চান না। বরং অন্য কোন পেশায় অপেক্ষাকৃত কম সময়ে পড়াশুনা করে দ্রুত উপার্জন করা যায় বিধায় অন্যান্য পেশার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমানে সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে ৭৬টি মেডিকেল কলেজ স্থাপিত ও পরিচালিত হলেও এসব প্রতিষ্ঠানের সিংহভাগেরই মান নিয়ে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের মনে ব্যাপক সন্দেহ রয়েছে।

প্রচলিত ধারা অনুসারে মেডিকেল কলেজ চালুর আগে বাধ্যতামূলকভাবে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি গ্রহণ, শিক্ষার্থী অনুপাতে একাডেমিক ভবন, শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ এবং ৫০ আসনের কলেজের জন্য ২৫০ আসনের হাসপাতাল, বেড অনুপাতে রোগী থাকতে হয়। কিন্তু বাস্তবতা হল সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকলেও তা অনুসরণ করা হয় না। গত তিন বছরেরও কম সময়ে দেশে নতুন ২৪টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছে। সম্প্রতি আরও একটি নতুন বেসরকারি মেডিকেল আপিয়ান মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।